দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা চাই
খাদ্য অধিকার আইন চাই

খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার জাতীয় সম্মেলন ২০১৯

৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ▪ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা।

৩০ মে ২০১৫ 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন'
-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** বলেন,

"দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল জুড়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো সমুন্নত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকবে।"

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

দেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট, খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার এবং আইনের প্রাসঙ্গিকতা

মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং লাখো শহীদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, মানুষে-মানুষে বৈষম্যের অবসান এবং সর্বোপরি একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। নব্বই-এর দশক থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সকল মানুষের বিশেষ করে অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন'কে কেন্দ্র করে সংগঠিত স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিও ও নেটওয়ার্ক এবং নাগরিক সমাজ, নারী, কৃষক, ছাত্র-যুব ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের নেটওয়ার্ক 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' এর আত্মপ্রকাশ।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য 'সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার' প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য অর্জনে নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী 'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার আইন'-এর দাবিতে পলিসি এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি, নিরাপদ খাদ্য, পানি, ভূমি, খাদ্যাভাস, খাদ্য সংকট ইস্যুতে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

মধ্য আয় ও উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশ

- ধানসহ খাদ্যশস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসহ বৃহত্তর কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ;
- গার্মেন্টস্‌সহ বিভিন্ন শিল্প খাতে উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- হোটেল-রেঁস্তোরা, পর্যটনসহ বিভিন্ন সেবা খাতে বিনিয়োগ-আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিদেশে কর্মরত জনবলের আয় থেকে রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৮% এর উপরে জিডিপি অর্জিত হয়েছে;
- সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য খাতে সেবার মান বৃদ্ধি এবং নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে;
- নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে;
- দেশের বেশিরভাগ মানুষের কম-বেশি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ***অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় কৃষি-শিল্প-সেবা খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের ফলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস এবং সামগ্রিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত হয়েছে।***

উন্নয়নের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতার দিক

- দারিদ্র্যের হার কমা সত্ত্বেও অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে না;
- দেশে একটি ভাল খাদ্য নীতি থাকলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন এবং বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদানে অনেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে;
- ধান ও অনেক ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে;
- সরকারি প্রতিষ্ঠানে অপ্রতুল স্বাস্থ্য সেবা ও গুণগত মানের ঘাটতি রয়েছে;
- মানসম্মত সাধারণ শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে;
- বিবিএস -এর জরিপ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষ ৭৭ হাজার, যাদের মধ্যে ৭৪ শতাংশই যুব। আইএলও-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ সংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ;
- ***সামগ্রিকভাবে অতি দরিদ্রসহ দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের একাংশ এবং বৃহত্তর যুব সমাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লড়াই করছে।***

দেশে ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র

সমাজে আয়-বৈষম্যের ব্যাপকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ধনী পরিবারের আয় বৃদ্ধির কারণে শীর্ষ ১০ ভাগ মানুষ দেশের ৩৮ শতাংশ সম্পদের মালিক। অপরদিকে, নিম্নে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী দেশের মাত্র ১ শতাংশ সম্পদের মালিক।

খাদ্য ওপুষ্টি অধিকার

দারিদ্র্য এবং খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্যের হার কমে আসার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৩৬ লক্ষ। দারিদ্র্যের হার ২১.৮% বা ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ। যার মধ্যে অতি দরিদ্রের হার ১১.১৩% বা প্রায় ২ কোটি।

দৈনিক ১ হাজার ৮০৫ কিলোক্যালরি পুষ্টিকর খাবার কেনার অর্থ আয় করতে পারে না এমন ব্যক্তিরা অতিদরিদ্র। যারা দৈনিক ২ হাজার ১২২ কিলোক্যালরি পুষ্টিকর খাবার কিনতে প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করতে পারেনা এমন ব্যক্তিরা দরিদ্র।

উত্তরবঙ্গসহ দারিদ্র্যপ্রবণ জেলায় এবং নদীভাঙ্গন এলাকা, চরাঞ্চল ও হাওর এলাকা, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন মহানগরের বস্তিবাসী, চা বাগানের শ্রমিক, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়, হিজড়া সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশ মানবেতর জীবনযাপন করে।

সরকারের জিইডি-এর Milennium Development Goals: End-Period Stocktaking and Final Evaluation Report (২০০০-২০১৫) তথ্যানুযায়ী, ২০১৪ সালে দেশে কম ওজনসম্পন্ন শিশুর হার ৩২.৬%, খর্বকায় শিশুর হার ৩৬.১% এবং কৃশকায় শিশুর হার ছিল ১৪.৩%।

'গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট ২০১৬: ফ্রম প্রমিজ টু ইমপ্যাক্ট' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৪৪ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।

দেশে এখন প্রায় আড়াই কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। গত দশ বছরে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৭ লাখ (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদন)।

খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গীকার

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে ". . . (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার . . . এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার.....কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।"
- আমাদের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে, 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন...'।
- ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২৫(১) ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের কল্যাণ ও সুস্বাস্থের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে . .।"
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর ১নং লক্ষ্য 'দারিদ্র্যের অবসান' ও ২নং লক্ষ্য 'ক্ষুধামুক্তি'সহ সকল লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ।

‘খাদ্য অধিকার আইন’-এর প্রাসঙ্গিকতা

দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য

- ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ।
- ২০২৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১নং লক্ষ্য ‘দারিদ্র্যের অবসান’ এবং ২নং লক্ষ্য ‘ক্ষুধামুক্তি’সহ সকল লক্ষ্য অর্জন।

খাদ্য অধিকার আইন

- আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি রয়েছে, তুলনামূলকভাবে তার কার্যকারিতা কম। যে কোনো বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে তা অধিক কার্যকরী হয়।
- ২০০৬ সালে গৃহীত খাদ্য নীতিতে লক্ষ্য হিসেবে ‘সকল সময় দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা’র কথা বলা হলেও লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে না।
- সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করার অন্যতম কৌশল ‘এনএসএসএস’-এর আলোকে প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনীয় সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পুষ্টি উন্নয়নে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গৃহীত হয়নি।
- মায়ের খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতির ফলে গর্ভে থাকা শিশু অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে খর্বকায় (কম উচ্চতাসম্পন্ন), কম ওজনসম্পন্ন এবং কৃশকায় হয়। এসকল শিশু জন্মের পর থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগার কারণে তার সঠিক শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। শুরু থেকেই এসকল শিশুর স্বাস্থ্যহানি অব্যাহত থাকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং কর্মজীবনেও তারা ভাল করতে পারে না।
- বিশ্বের সকল উন্নত দেশ আইন/নীতির মাধ্যমে সকল মানুষের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, এলসালভেদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া, উগান্ডা ও ভেনিজুয়েলা ইতিমধ্যে খাদ্য অধিকার/খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে।
- পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ২০১৩ সালে গৃহীত ‘খাদ্য নিরাপত্তা আইন’ কার্যকর করার মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সকল মানুষের খাদ্য অধিকার পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করছে। নেপালে সংবিধানে সব মানুষের খাদ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘খাদ্য অধিকার এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব আইন’ কার্যকর হয়েছে।
- ***২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে- অতিদরিদ্র ও দরিদ্রসহ সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ‘পুষ্টিকর খাদ্য’ নিশ্চিত করতে ‘খাদ্য অধিকার আইন’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের চাহিদা।***

খাদ্য পুষ্টি অধিকার ক্যাম্পেইন

'খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার'র পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কৃষি, নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যাভাস ইত্যাদি বিষয়ে নেটওয়ার্কের বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময়, সংলাপ, গোলটেবিল আলোচনা এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মধ্য দিয়ে জাতির সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইস্যুভিত্তিক সচেতনতার পাশাপাশি খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবি সোচ্চার হয়েছে।

বিগত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ 'বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য: খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার প্রসঙ্গ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে **মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার** বলেন, "খাদ্য অধিকার আইনের অবয়বটা কী হবে, সেটা আমাকে জানতে হবে, অবয়বটা নিয়ে যদি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেস করি এবং এটা যদি আমাদের সমাজের কোনো আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, আমি কথা দিচ্ছি, আমার জান দিয়ে হলেও আমি চেষ্টা করব"।

একইসাথে জাতীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মকর্তা এবং মিডিয়াসহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের দাবিতে পলিসি এডভোকেসি এবং লবিং অব্যাহত আছে।

নেটওয়ার্কের উদ্যোগে 'খসড়া খাদ্য অধিকার আইন'-এর প্রস্তাবনার কাজ শেষ পর্যায়ে।

সম্মেলনের পর থেকেই দেশের সকল জেলায় 'খাদ্য অধিকার'-এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের দাবিতে দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন কর্মসূচি অব্যাহত আছে।

বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষ ক্যাম্পেইনের আওতায় 'খাদ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের দাবিতে দেশব্যাপী সর্বস্তরের ৩০ লক্ষ এর অধিক মানুষের সংহতি স্বাক্ষর সংগ্রহীত হয়েছে।

সফল সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী ৮০০ এর অধিক সংস্থার সমন্বয়ে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' নেটওয়ার্কের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ। বর্তমানে ১০০০ এর অধিক স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিও ও নেটওয়ার্ক এবং নাগরিক সমাজ, নারী, কৃষক, ছাত্র-যুব ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যাপক সংখ্যক প্রতিনিধি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

২০১৫ সালে 'দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন' আয়োজনের পূর্ব থেকেই সংগঠকরা খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি 'খাদ্য অধিকার'-এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে।

বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকদের অনেকে আইনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন– 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ' এবং আপনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন লক্ষ্য 'মধ্য আয়ের দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, এসডিজি অর্জন এবং উন্নত দেশ প্রতিষ্ঠা'য় মানুষের মৌলিক অধিকার 'পুষ্টিকর খাদ্য' নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের এখনই সময়। আমরা আশা করি, ২০২০ সালে জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকীতে দেশবাসীকে 'খাদ্য অধিকার আইন' উপহার দেয়ার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

আমরা আশা করি, আপনার সক্রিয় উদ্যোগ এবং মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ ও সকল নীতি–নির্ধারকদের অংশগ্রহণে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অচিরেই কার্যকর হবে।

RTF BD Secretariat: WAVE Foundation Office, 3/11, Block-D, Lalmatia, Dhaka-1207; 01707001415, 01551818936, 58151620, 48110103
8143245, 58151620 Ext.-123; info.rtfbd@gmail.com www.rtfbangladesh.org